JUN. 1 1 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃঃ ২ কলাম ... ... ৮

তল্লাশির নামে পুলিশ-বিডিআরের হয়রানি

# ঢা.বির হলে হলে তল্লাশি, সনির হত্যাকারীদের কেউ গ্রেপ্তার হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : প্রথম কয়েক দফা ব্যর্থ অভিযানের পর গত রোববার মধ্যরাতেও পুলিশ ও বিডিআর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলে আবারো অভিযান চালালেও বুয়েট ছাত্রী সনির হত্যাকারীদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে পুলিশ সাধারণ ছাত্র, কর্মচারী, ছাত্রের অতিথি এবং বহিরাগতসহ ১২৪ জনকে আটক করলেও ধরা পড়েনি সনির হত্যাকারী কোনো সন্ত্রাসী।

পুলিশ ও বিডিআরের যৌথ অভিযানে আটককৃতদের মধ্যে ১০৭ জনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর মুচলেকা নিয়ে গতকাল সোমবার ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়া বাকি ১৭ জনকে বিভিন্ন মামলায় আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই ১৭ জনের মধ্যে তিনজন বহিরাগত সন্ত্রাসী আবু জাফর ইকবাল, মেজবাহউদ্দিন এবং শামীম হাসান ভুইয়া রিপনকে যথাক্রমে জসীমউদ্‌দীন হল মুহসীন এবং ফজলুল হক হল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বুয়েটে ছাত্রী হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেও তার রেশ বুয়েট থেকে ঢাবি পর্যন্ত গড়িয়েছে। এ নিয়ে ঢাবির সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসহ সকল প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। গত শনিবার থেকে দফায় দফায় হলে হলে অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসী ধরার নামে সাধারণ ছাত্র, কর্মচারী, ছাত্রের

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বুয়েটের ছাত্রী সনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ১২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও অনেককেই ইতিমধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল দুপুর পর্যন্ত ধানমন্ডি থানায় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১৮ জনকে পাওয়া যায় —ভোরের কাগজ

## ঢা.বির হলে হলে তল্লাশি, সনির

● প্রথম পাতার পর

অতিথিদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তল্লাশি আতঙ্কে অনেক ছাত্র হল ছেড়ে বাড়ি চলে গেছে। যাদের পরীক্ষা তারা ঢাকায় বিভিন্ন আত্মীয়ের বাসায় রাত্রিযাপন করছে।

সূর্যসেন হলের এক ছাত্র জানায়, তল্লাশির নামে বিডিআর আমার বেডসিট এবং ট্রাঙ্কের বইগুলো ওলোট পালট করে ফেলে দেয়। এস এম হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র জানায়, বিডিআর আমার একান্ত ব্যক্তিগত চিঠি এবং ডায়েরিও দেখতে চায়।

সনি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মুকি গ্রুপের অধিকাংশ ক্যাডার বুয়েটে বিভিন্ন হলে অবস্থান করলেও পুলিশ ঐ সব হলে কোনো তল্লাশী চালায়নি এবং কোনো অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বুয়েটের হলগুলো নিরাপদ হওয়াতে ঢাবির অধিকাংশ অস্ত্র বুয়েটের বিভিন্ন হলে জমা রাখা হয়েছে।

এদিকে ঢাবির হল দখলকে কেন্দ্র করে বড়ো ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। গত শনিবার লাল্টু সমর্থিত গ্রুপ এস এম হল এবং বঙ্গবন্ধু হল দখল করার পর পিন্টু সমর্থক গ্রুপ এবং লাল্টু সমর্থিত গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পিন্টু সমর্থিত গ্রুপের এখন ১১টি হলের মধ্যে একমাত্র সূর্যসেন হলটি দখলে রয়েছে।

জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাবির উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে ডেকে ঢাবির বিভিন্ন হলে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দিলে তিনি হল তল্লাশি জোরদার করেন।

গত শনিবার সনি হত্যার অভিযোগে বুয়েট ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক শরীফসহ যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ৪ জনকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার ঢাবির এস এম হল কেন্দ্রিক টগর গ্রুপ এবং বুয়েট কেন্দ্রিক মুকি গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের সময় ক্রস ফায়ারে সনি নিহত হওয়ার পর ঢাবির বিভিন্ন হলে পুলিশ ও বিডিআরের যৌথ তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।